এক নজরে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে: ১৯৮৫-২০২২

মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান

শাহজালালের স্মৃতিবিজড়িত পূন্যভুমি সিলেট কে বাংলাদেশের আধ্যাত্বিক রাজধানী বলা হয় এবং সিলেটের আধ্যাত্বিক রাজধানী হল কানাইঘাট উপজেলা। অসংখ্য পীর বুজুর্গ অলি আওলিয়ার ও জ্ঞানী গুণীর স্মৃতি বিজড়িত সিলেটের অন্যতম উপজেলা কানাইঘাট, বাংলাদেশের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জনপদের নাম। ব্রিটিশ, পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে কানাইঘাটের মানুষের অবদান অতুলণীয়।

ষাট বা সত্তুরের দশকে কানাইঘাট উপজেলা থেকে খুবই অল্পসংখ্যক মানুষ ইংলেন্ডে এসেছিলেন। মুষ্টিমেয় যে কয়জন ছিলেন উনাদের অনেকেরই ইচ্ছা ছিল ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস না করার।কয়েক বছর বৈধ ভাবে থেকে ওই সময়ের আর্থ সামাজিক বিশেষ করে ধর্ম পালনের প্রতিবন্ধকতার কথা চিন্তা করে অনেকেই দেশে চলে গিয়েছিলেন। যে কয়জন স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন, কালের পরিবর্তনে উনারা ইংলেন্ডে কানাইঘাটবাসীদের জন্য একটি সংগঠন প্রতিষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৫ সালে কানাইঘাট উপজেলা পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান, বিলেতে মহান মুক্তিযোদ্ধের অন্যতম সংগঠক মরহুম আলহাজ্ব এম এ রকিব সাহেবর মালিকানাধীন ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা পরবর্তীতে ২০০২ সালে যুক্তরাজ্য চ্যারিটি কমিশনের অধীনে নিবন্ধিত হয়। চ্যারিটি রেজিস্টার নাম্বার ১০৯২৭৯৭।

কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে একটি অরাজনৈতিক, জনকল্যানমুখি সামাজিক সংগঠন। ১৯৮৫ সালের ২২ শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্টার পর থেকে গত তিন দশকের ও বেশি সময় যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর আর্থসামাজিক সম্পর্ক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নসহ আরো কিছু লক্ষ্য ও উদ্দশ্য নিয়ে কাজ করছে। পাশাপাশি আমাদের শিকড় কাইঘাট উপজেলাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে, আর্থ সামাজিক ও শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করে আসছে।

প্রতিষ্টালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অত্যন্ত অফিসিয়াল গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে যে সকল গুণীজন এই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত কানাইঘাটবাসীর একমাত্র মুখপাত্র ও প্রাণের সংগঠনকে আজকের এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন তারা হলেনঃ

১৯৮৫ - ১৯৮৯
সভাপতি - মোহাম্মদ শামসুল হক
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ

১৯৮৯ - ১৯৯৭
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - সাইদুর রহমান

১৯৯৭ - ১৯৯৯
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দিন আহমদ সিকদার
ট্রেজারার - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক

১৯৯৯ - ২০০২
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - আব্দুর রহমান

২০০২ - ২০০৪
সভাপতি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
ট্রেজারার - আব্দুর রহমান

২০০৪ - ২০০৬
সভাপতি - হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ
সেক্রেটারি - শামীম আহমদ চৌধুরী
ট্রেজারার- আজমল আলী

২০০৬ - ২০০৮
সভাপতি - মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমীন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০০৮ - ২০১০
সভাপতি - মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম
সেক্রেটারি - সাদেকুল আমীন
ট্রেজারার - আজমল আলী

২০১০ - ২০১২
সভাপতি - মাওলানা রফিক আহমদ রফিক
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মিরাজ উদ্দিন
ট্রেজারার - মোহাম্মদ আবুল ফাতেহ

২০১২ - ২০১৫
সভাপতি - ব্যারিস্টার কুতুব উদ্দিন আহমদ সিকদার (এমবিই)
সেক্রেটারি - সুয়েবুর রহমান
ট্রেজারার - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান/ইকবাল হুসাইন

২০১৫ - ২০১৭
সভাপতি - মোহাম্মদ ইজ্জত উল্লাহ
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া মিদ্দিকী

২০১৭ - ২০১৯
সভাপতি - আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রেটারি - আজমল আলী
ট্রেজারার - জাকারিয়া মিদ্দিকী

২০১৯ - ২০২২
সভাপতি - আলহাজ্ব নাযিরুল ইসলাম
সেক্রেটারি - মোহাম্মদ মখলিছুর রহমান
ট্রেজারার - আহমেদ ইকবাল চৌধুরী

উল্লেখযোগ্য সহায়তাঃ

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ঝিংগাবাড়ী মাদ্রাসা, মানিকগঞ্জ মাদ্রাসা এবং কানাইঘাটের সর্বত্র ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

১৯৯৮ সালে বন্যায় দুর্গত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য তৎকালীন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

২০০২ সালে কানাইঘাটের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিস্টানে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়, যে সকল প্রতিষ্টান গুলো হল - বড়দেশ মাদ্রাসা ১৫ হাজার, ছোটদেশ জামে মসজিদ ১০ হাজার টাকা, মানিকগঞ্জ মসজিদ ১৫ হাজার, উমরগঞ্জ মাদ্রাসা

৩৯ হাজার, রাজগঞ্জ মাদামা ১৩ হাজার, গাছবাড়ী জামে মসজিদ ৮৫ হাজার টাকা। এছাড়াও তিনচটি গ্রামের পরলোকগত হারুন মিয়ার পরিবারের জন্য ২৮ হাজার টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

২০০৫ সালে বন্যা কবলিত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়, এতে কানাইঘাটের প্রায় ১০০০ মানুষ উপকৃত হন। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্টানের প্রধান ও তৎকালীন কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে এই ত্রাণ বিতরণ করা হয়, যাতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে নিজ খরচে অংশ গ্রহণ করেন সংগঠনের সভাপতি হাফিজ মাওলানা আবু সাঈদ, ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা রফিক আহমদ, সেক্রেটারি শামীম আহমদ চৌধুরী, অর্গানাইজিং সেক্রিটারি আব্দুস শাকুর সিদ্দিকী।

২০০৭ সালে সালে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কানাইঘাটের মানুষের সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়, যাতে ৪৮টি পরিবার উপকৃত হন। কানাইঘাট থানা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্তাবধানে ত্রাণ বিতরণে সংগঠনের পক্ষ থেকে অংশ গ্রহন করেন এসোসিয়েশনের ট্রেজারার জনাব আজমল আলী। ২০১৪ সালে কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। অনুদানের টাকা হস্তান্তর করেন সংগঠনের ট্রেজারার জনাব ইকবাল হুসাইন। ২০১৭ সালে একসিডেন্ট করে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি হওয়া মির্জারগড় রাজগঞ্জের জনাব রইম আলীর পুত্র কামিল কে কানাইঘাট এসোসিয়েশন UK পক্ষ থেকে ১ লাখ ৩ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

২০১৮ সালে রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের মির্জার গড় গ্রামের জামে মসজিদে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাজাগঞ্জ ইউনিয়নের তালবাড়ি গ্রামের সামসুদ্দিন এবং ফালজুর গ্রামের সালমা বেগমের ঘর বানানোর জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন UK এর পক্ষ থেকে ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকার সহায়তা প্রদান করা হয়। ২০১৮ সনে জিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের কটালপুর গ্রামের মসজিদ নির্মানে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ২০১৯ সনে কানাইঘাট এসোসিয়েশনের এডভাইসারি বোর্ডের সদস্য জনাব মিরাজুল ইসলামের চিকিসার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ২৯০০ পাউন্ড সহায়তা দেওয়া হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং ২ মার্চ ২০২১ দুই কিস্তিতে হাজি আব্দুল খালিক মহিলা মাদ্রাসা কে মোট ১ লক্ষ ত্রিশহাজার পাঁচশত টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ৪ই মার্চ ২০২০ সনে জিঙ্গাবাড়ি ইউনিয়নের দর্জিমাটি গ্রামের বিধবা মুফিয়া বেগমের ঘর নির্মাণে ৭০ হাজার টাকা সাহায্য করা হয়। ৮ই জুলাই ২০২০ সনে চটুল হারাতৈল মহিলা মাদ্রাসা কে ৩১ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ৪ই নভেম্বর ২০২০ সনে ৭ নং দক্ষিণ বাণীগ্রাম ইউনিয়নের ছত্রপুর গ্রামের মৃত এবাদুর রহমানের এতিম বাচ্ছাদের জন্য সংগৃহিত ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা জনাব মিরাজ উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের এডভাইজার মাওলানা রফিক আহমেদ, জনাব ইজ্জত উল্লাহ, সেক্রিটারি মখলিছুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রিটারি ফারুক আহমদ চোধুরী।

গুনীজনের সংবর্ধনা:

প্রতিষ্ঠার পর থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে অনেক গুণীজনকে সংবর্ধনা দিয়েছে এবং আজ অবদি কানাইঘাটের গুনীজনের সম্মাননা দিতে এ কর্মসুচী অভ্যাহত রয়েছে। সর্বপ্রথম সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল ১৯৮৬ সালে ডাঃ কায়সার রশিদ ও উনার পরিবারকে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১০৬ মাইলেন্ড রোডের ইন্ডিয়া গ্রিল রেষ্টুরেন্টে যার স্বত্বাধিকারী ছিলেন কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব এম এ রকিব, পরবর্তীতে আরো অনেক গুণীজন কে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কানাইঘাট উপজেলার প্রথম উপজেলা চেয়ারম্যান, এই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্টাতা সদস্য মরহুম জনাব আলহাজ্ব এম এ রকিব সাহেব, ডঃ কর্নেল মোফাজ্জল আলী, ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই, মাওলানা ফরিদুদ্দিন চৌধুরী (সাবেক সংসদ সদস্য), জনাব এহ্সানে এলাহী (যুগ্ম সচিব), কানাইঘাট পৌরসভার সাবেক মেয়র জনাব লুৎফুর রাহমান, জনাব শামীম আহমদ চৌধুরী, জনাব মামুনুর রশিদ মামুন প্রমুখ। পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতির পর কানাইঘাটের কৃতি সন্তান জনাব এহ্সানে এলাহীকে দ্বিতীয় বারের মত সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৩১শে জানুয়ারি ২০২১। Freedom of the City of London" সম্মাননা প্রাপ্তিতে 3rd October 2021, পূর্বলন্ডনের Regent Lake Banqueting হলে জমকালো আয়োজনের মাধ্যমে সংবর্ধনা দেওয়া হয় শ্রদ্ধেয় ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদারকে।

দোয়া মাহফিল:

জন্মলগ্ন থেকে নিয়মিতভাবে ইউকে ও কানাইঘাটের অনেক মানুষের মৃত্যুতে কানাইঘাট এসোসিয়েশন কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে আসছে যা আজ পর্যন্ত চলমান। প্রতিটি নিয়মিত ইমি ও এমি মিটিংয়ে দেশে বিদেশে সদ্য পরলোকগত সকলের জন্য দোয়া করা হয়।

ফ্যামেলি গ্যাদারিং:

১৯৯৫ সাল থেকে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটিদের সামাজিক যোগাযোগের অংশ হিসাবে ফ্যামেলি গ্যাদারিং এর আয়োজন করে যা বর্তমানে কানাইঘাটিদের একটি বাৎসরিক উৎসব হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্যামেলি গ্যাদারিং এ অতিথি হিসাবে বিভিন্ন সময় এসেছিলেন টাওয়ার হেমলেটের মেয়র, স্পিকার, কানাইঘাট পৌরসভার মেয়র ও সিলেট ৫ আসনের এমপি বৃন্দ। কোরোনার জন্য ২০২০-২১ সনে ফ্যামেলি গ্যাদারিং অনুষ্ঠিত হয়নি। সেপ্টেম্বার ২০২২ সনের ফ্যামেলি গ্যাদারিং উপলক্ষ্যে জাগরণ নামক মেগাজিনে এই আর্টিকেল প্রকাশিত হয়।

কৃতি শিক্ষার্থীদের পুরস্কার:

১৯৯৬ সালের ফ্যামেলি গেদারিংয়ে কানাইঘাটের কৃতি ছাত্রী বদরুন্নেসা নাহিদ কে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে এসোসিয়েশন যে ধারা শুরু করে তা পরবর্তীতে নিয়মিত ভাবে প্রতি বৎসর দেওয়া হয়। ৯ই সেপ্টেম্বার ২০১৮ সনের ফ্যামেলি গেদারিংয়ে ও কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কিত করা হয়। অকালে প্রাণঘাতী ক্যান্সারে মৃত্যুবরণকারী কানাইঘাটের কৃতি সন্তান, লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ জনাব মনোয়ার বদরুদ্দোজার দুই এতিম সন্তান কে বৃত্তি স্বরূপ নগদ ২০০০ পাউন্ড আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে ২০২০ সনে কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে।

ধুমপান বিরুধী প্রচারনা:

২০১২ সালে টাওয়ার হেমলেট কাউন্সিলের সাথে যুক্ত হয়ে ধুমপান বিরুধী প্রজেক্ট নেওয়া হয়েছিল যাতে "এওয়ার্ড ফর অল" নামে একটি সংগঠন অর্থনৈতিক সহায়তা করেছিল। এই প্রকল্পের জন্য কানাইঘাট এসোসিয়েশন সকলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছিল।

শিক্ষা উন্নতিকরণ প্রকল্প:

২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে কানাইঘাট এসোসিয়েশন এক যুগান্তকারী প্রকল্পের পদক্ষেপ নিয়েছিল। বর্তমান সরকারের ডিজিটালাইজেশনের অংশ হিসাবে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্টানে শিক্ষা সামগ্রী, কলম, কম্পিটার, নগদ বৃত্তি প্রধান করা হয়। সর্বমোট ২২ লক্ষ টাকার এই প্রকল্পে অর্ধেকের বেশি অনুদান করেন বর্তমান সভাপতি আলহাজ্ব নাজিরুল ইসলাম, এবং বাকি অর্ধেকের সহায়তা করেন এসি, ইমি কমিটির সকল সদস্যসহ, ইউকেতে বসবাসরত কানাইঘাটের আপামর জনগণ।

কম্পিউটার: সর্বমোট ৫১টি কম্পিউটার দেওয়া হয়।উপজেলার ৪ টি কলেজ, ২৬টি উচ্চমধ্যমিক, ১৪টি সরকারি মাদ্রাসা, ৬টি কওমি মাদ্রাসা ও একজন প্রতিভাবান ছাত্রকে ১ টি কম্পিউটার দেওয়া হয়।

কলম: উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় সর্বমোট ১১৩টি প্রাইমারি স্কুলের কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মোট ২৫ হাজার

কলম বিতরণ করা হয়।

৩রা এপ্রিল ২০১৮, মিকদার ফাউন্ডেশন কলেজে এক অনাড়ম্বর অনুষ্টানের মাধ্যমে এই প্রজেক্টের সফল সমাপ্তি হয়। নিজ খরচে দেশে গিয়ে অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী ও বৃত্তি প্রদান করেন এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জনাব আজমল আলী, ভাইস চেয়ারম্যান জনাব খরুজ্জামান খসরু, এবং ইসি মেম্বার প্রফেসর আব্দুল মালিক।

বৃত্তিঃ উপজেলার ২৬টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৭৮ জন, টি মাদ্রাসার ২১ জন এবং হাফিজি মাদ্রাসার ৮০ জন ছাত্র ও ছাত্রীদের নগদ বৃত্তি প্রদান করা হয়।

করোনাকালীন নগদ সহায়তাঃ

২০২০ সনের মে মাসে কোরণাকালীন সময়ে কানাইঘাটের ৯টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ৯০ টি ওয়ার্ডের অসহায় মানুষদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা নগদ বিতরণ করা হয় যা সকলের নিকট প্রশংসিত হয়। ইউকেতে বসবাসরত সকল কানাইঘাটি এই মেগা প্রকল্পে দান করেন, কিন্তু বড় অংকের টাকা দিয়ে সাহায্য করেন ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই, জনাব বশিরুল ইসলাম, জনাব নাজিরুল ইসলাম এবং জনাব আনিসুল হক।

১৪ মে থেকে ১৮ মে ২০২০ সনে প্রতিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক অনুষ্টানের মাধ্যমে এই বিতরণ কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে, যাতে উপস্থিত ছিলেন UNO, পৌরমেয়র, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানগণ, মেম্বারগণ এবং অন্যান্য গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সভাপতি, সেক্রেটারি এবং ট্রেজারারের সাথে কমিটির অনেক সদস্য সহযোগিতা করেছেন, বিশেষ সহযোগী হিসাবে কঠোর পরিশ্রম করে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করেছেনঃ সহসভাপতি জনাব আনিসুল হক, এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জনাব হারুন রশীদ, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী জনাব ফারুক আহমেদ চৌধুরী।

চ্যানেল এস ফিড ৫০০০ঃ

ইউকের স্বনামধন্য টিভি চ্যানেল এস ফিড ৫০০০ একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করে। এই প্রজেক্টের আওতায় বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ফুড ডিস্ট্রিবিউশনের অংশ হিসাবে Kanaighat Association UK কে ২০০০ পাউন্ড দান করা হয়।

৪ই জুলাই ২০২০ তারিখে উপজেলার ২ টি স্পটে ১০২ জন অসহায় মানুষ কে এই টাকা বিতরণ করা হয়। প্রতিজনকে দেওয়া হয় ২০০০ হাজার টাকার নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী। সাথে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় যাতায়াতের ভাড়া বাবত প্রতিজনকে ১০০ টাকা করে। অন্য আরো ৫ জন কে দেওয়া হয় ৬ হাজার করে নগদ টাকা ৩০ হাজার। মোট ২ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার সামগ্রী ও নগদ টাকা বিতরণ করা হয়।

চিকিৎসায় সহায়তাঃ

২০১৯ - ২০২২ সেশনে কানাইঘাটের কয়েকজন অসহায় মানুষের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ লক্ষ ৭৭ হাজার চল্লিশ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নারাইনপুর গ্রামের জামিলা বেগম, তালবাড়ি পূর্ব কুনাগ্রামের মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, বাটশাইল গ্রামের হাফিজ আব্দুল মুনিম অন্যতম।

কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজঃ

৮ই মে ২০২১ ইং কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজের নবনির্মিত মসজিদ নির্মাণের জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা সহায়তা করা হয়। কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকের পক্ষ থেকে এই অনুদান হস্তান্তর করবেন প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ব্যারিস্টার কুতুবুদ্দিন আহমেদ শিকদার এমবিই।

বন্যায় সহায়তাঃ

এই বৎসর ২০২২ সনের প্রথম দিকে শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত হয় আমাদের প্রিয় ভূমি কানাইঘাট উপজেলা। আমাদেরই এক কৃতি সন্তান ইস্ট লন্ডন মসজিদের সম্মানিত খতিব শায়েখ আবুল হুসাইন খান বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ঐক্যের ডাক দেন। কানাইঘাট এসোসিয়েশনের WhatsApp গ্রুপের মাধ্যমে, বিভিন্ন মসজিদে এবং ২৫শে মে ২০২২ তারিখে Channel S এ লাইভ আপিলের মাধ্যমে ৬০ লক্ষ টাকার ফান্ড রাইজ করা হয়। কানাইঘাটি মানুষের ঐক্যবদ্বতা এবং লাইভ আপিলে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে Channel S কর্তৃপক্ষ হতবাক হয়ে যান। কানাইঘাটের ৯ টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ৯০ টি ওয়ার্ডের মানুষের মধ্যে ত্রান ও নগদ টাকা হিসাবে এই টাকা বিতরণ করা হয়। প্রাথমিকভাবে ভিবিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে ও ত্রান এবং ক্ষেত্রবিশেষ রান্না করা খাবার পরিবেশন করা হয়।

ভার্চুয়াল মিটিংঃ

করোনা মহামারীর কারণে সারা পৃথিবীর সাথে ব্রিটেনে ও কঠোর লক ডাউন দেওয়া হয়। মানুষ ঘরে বন্দি হয়ে পড়ে কিন্তু টেকনোলজির কল্যানে কানাইঘাট এসোসিয়েশন নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যায়। নিয়মিত ইসি ও এসি মিটিংয়ের পাশাপাশি গেট টুগেদার, কালচারাল প্রোগ্রাম, ঈদ গেদারিং, করণাকালীন রামাদানে আমাদের করণীয় শীর্ষক আলোচনা, দোয়া মাহফিল অনুষ্টিত হয়। সবচেয় আলোচিত ও সাড়া জাগানো ভার্চুয়াল অনুষ্টান ছিল কানাইঘাটের কৃতি সন্তান জনাব এহ্সানে এলাহীর সচিব পদে পদোন্নতির গণসংবর্ধনা যা একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের সাথে অনেক গুণীজন তুলনা করেন।

প্রকাশনাঃ

এসোসিয়েশনের প্রতিষ্টাতা সভাপতি মরহুম শামসুল হকের স্মৃতিতে উনার জীবনী নিয়ে “আদর্শ মানুষ” নামের একটি প্রকাশনা করা হয় ২০০৬ সালে। ২০১১ সালে এসোসিয়েশনের সিলভার জুবিলী উপলক্ষে “স্মারক ২০১১” প্রকাশ করা হয় যাতে প্রতিষ্টা থেকে এসোসিয়েশনের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালের শিক্ষা উন্নতকরণ প্রকল্প উপলক্ষে প্রকাশ করা হয় “প্রেরণা” নামের একটি ম্যাগাজিন যাতে এই প্রকল্পের যাবতীয় ইনফরমেশন দেওয়া আছে। ২০২২ সনের ফ্যামেলি গেদারিং উপলক্ষ্যে “ জাগরণ” নামের একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিষ্টা থেকে আজ পর্যন্ত যে সকল কানাইঘাটবাসী এই এসোসিয়েশনের সাথে জড়িত ছিলেন ও সহায়তা করেছেন সবাইকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। যে সকল মুরুব্বীয়ান পরলোকগমন করেছেন আল্লাহ তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন। আশা করি ইউকেতে বেড়ে উঠা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কানাঘাট এসোসিয়েশনের এই কার্য্যক্রম কে আগামীতে নতুন উদ্যমে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

লেখক: বর্তমান সেক্রেটারি, কানাইঘাট এসোসিয়েশন ইউকে